দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 DEC 1993 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ৩ ......

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরি পাইতেছে না

আবুল খায়ের ॥ ৮ মাস হইল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরু হয়। আইপিজিএমআর থাকাকালে সরকারী বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও এই বরাদ্দ বাড়ে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হওয়ার কথা থাকিলেও এখনও উহা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয় নাই।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। কিন্তু নব প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি কাহার নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, না শিক্ষা মন্ত্রণালয়– এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়ায় উহার অবস্থা হইতেছে 'না ঘরকা, না ঘাটকার' মতো।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পাইতেছে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বরাদ্দ দিয়াছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে অনেক কার্যক্রম পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। পরিচালনার বিষয়টি চূড়ান্ত না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাচে পড়িয়া কার্যক্রম নিয়া কর্তৃপক্ষ ভোগান্তির শিকার হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর্থিক সঙ্কটসহ বিভিন্ন সমস্যার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ভিসি অধ্যাপক এমএ কাদেরী বলিয়াছেন, এ সকল সমস্যা সাময়িক এবং উহা চিকিৎসা ও শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলিবে না, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এমন একটি আদর্শ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তোলা হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসকগণ উচ্চতর কোর্সে অংশগ্রহণ করিয়া সুচিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হইলে চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে বলিয়া ভিসি অভিমত পোষণ করেন। ইহাতে শুধু চিকিৎসকগণ উপকৃত হইবেন তাহা নয়, রোগীরাও উপকৃত হইবেন এবং তাহাদের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাইবে। প্রোভিসি অধ্যাপক মাহমুদ হাসান ও ট্রেজারার অধ্যাপক কাজী এম ইকবাল হোসেন অনুরূপ মতামত পোষণ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতে গরীব রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে ভিসি বলেন, এই অভিযোগ সঠিক নয়, উহা অপপ্রচার। পূর্বে গরীব রোগীদের জন্য চিকিৎসা, যে ব্যবস্থা ছিল তাহাই রহিয়াছে। কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে পূর্বের চেয়ে বর্তমানে এইটুকু পরিবর্তন হইয়াছে যে, "গরীবের হক" গরীবই পাইবে। পূর্বে ফ্রি চিকিৎসার নামে ধনী রোগী কিংবা প্রভাবশালীরা বেশী সুবিধা নিত। বর্তমানে তাহারা এই সুবিধা পাইতেছেন না এবং গঠিত লিল্লাবোর্ডের মাধ্যমে সত্যিকার যে গরীব তাহাকে ভর্তি করা হয়। তাহার সিটিস্ক্যান ও এম আর আই পরীক্ষার ফী ব্যতীত বাকী সমস্ত চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফ্রি। গরীব রোগী ছাড়াও অন্য সকল রোগী প্রথমে ১০ টাকা দিয়া টিকেট নিয়া বহির্বিভাগে গেলে তাহাদের রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত ও মলমূত্রের প্রাথমিক কিছু পরীক্ষা ফ্রি করান হইয়া থাকে বলিয়া ভিসি উল্লেখ করেন।

পূর্বে রোগীদের রক্ত, মলমূত্রসহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিভিন্ন বিভাগে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। রোগীরা প্রতারকের খপ্পরে পড়িয়া অর্থদন্ড দিত। এখন রোগীদের এই হয়রানি হইতে হয় না এবং রোগীদের এখন একই স্থান হইতে রক্ত, মলমূত্রসহ অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রোগীদের টিকেট, ভর্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য ফী ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হয়। ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পূবালী ব্যাংকের একটি বুথ রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অপারেশন চার্জ ও কেবিন চার্জসহ অন্যান্য ফী কিছুটা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত এই ধরনের ফী বৃদ্ধি করার ফলে রোগীদের উপস্থিতি কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে ভিসি বলেন, এই ধরনের অভিযোগ সঠিক নয়। ক্লিনিকের চাইতে অনেক কম ফী ধার্য করা হইয়াছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্স রহিয়াছে। অপারেশন করার পর পরবর্তী ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট রহিয়াছে। উহা কোন ক্লিনিকে নাই।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন ইউসুফ বলিয়াছেন, অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা নিয়া আলোচনা চলিতেছে। আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার উদ্যোগও নেওয়া হইয়াছে।